সিসিলীয় দাস বিদ্রোহ

১৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে মাঝে মাঝেই বহু দাস বিদ্রোহ হয়েছে, তবে প্রথম সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ছিল ১৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সিসিলিয়ান প্ল্যানটেশন কর্মীদের বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক ডায়োডোরাসের লেখায় এই বিদ্রোহের বর্ণনা মেলে।

নানা কারণে দাস বিদ্রোহ হয়। সিসিলীয়রা অত্যন্ত ধনী ছিল এবং প্রচুর দাস ক্রয় করত। কিনে আনার পর তাদের দেহে শনাক্তকরণ চিহ্ন দেগে দেওয়া হত। যেরকম

প্রয়োজন হত সেরকম ভাবে তাদের কাজে লাগানো হত। প্রচণ্ড পরিশ্রম, দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন তাদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হয়নি। অতএব, একসাথে মিলে তারা বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করে। এদের মধ্যে এনার আন্টিজিনসের আপামিয়া থেকে আগত ইউনাস নামে একজন সিরীয় দাস ছিল। সে দাবি করে যে স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎবাণী করার দৈব শক্তি তার মধ্যে আছে। সকলকে বোঝানোর জন্য সে এমনও বলেছিল যে এক সিরীয় দেবী তার সামনে প্রকট হয়ে বলেছে যে, সে একদিন রাজা হবে (Diodorus of Sicily, XXXIV, 25ff. N. Lewis and M. Reinhold)।

ইউনাস তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাস রাজ্যে নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং নিজেকে তিনি অ্যান্টিওকাসের রাজা বলতে শুরু করেন। তিনি যে সংগঠন তৈরি করেন সেখানে প্রাচ্যের সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আবেদন প্রবর্তন করেন। ১৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রুপিলিয়াস প্রথম সিসিলীয় দাস বিদ্রোহ দমন করেন। প্রায় ৭০,০০০ ক্রীতদাস এতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এর প্রভাবে সাম্রাজ্যের অন্যত্রও দাস বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। তবে রোমানরা বিদ্রোহ দমন করার পর ইউনাসকে বন্দি করে এবং কারাবাসেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বিদ্রোহী ক্রীতদাসদের হত্যা না করে নিজ নিজ মালিকের হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়। গলে জার্মান আক্রমণ হওয়ার সময় অর্থাৎ ১০৪-১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রায় ৩০ বছর বাদে আবার সিসিলীয় দাসরা বিদ্রোহ করে। তখন সবেমাত্র জুগুর্থিয়ান যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সালভিয়াস ও অ্যাস্থেনিয়ন। সালভিয়াস রাজা ট্রাইফন উপাধি নেন। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ১০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কনসাল ম্যানিয়াস অ্যাকুইলিয়াসকে ১৭,০০০ রোমান সেনা নামাতে হয়েছিল। ক্যালিয়াক্টের অধিবাসী সেসিলিয়াস প্রথম জীবনে দাস ছিলেন কিন্তু পরে মুক্তি পেয়ে সাহিত্য চর্চা করেন এবং *History of the Servile Wars* নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থটি হারিয়ে গেলেও এথেনিয়াস তাঁর লেখায় এর উল্লেখ করেছেন। এখানে সেসিলিয়াস সিসিলীয় দাস বিদ্রোহের কথা লিখেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ দাসকে কি ভয়াবহতার সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল সেকথাও বলেছিলেন।

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ

সর্বশেষ দাস বিদ্রোহ পরিচালিত হয় স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে। কাপুয়ায় কর্নেলিয়াস লেন্টুলাস বাটিয়াটেসের মল্লযুদ্ধের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্পার্টাকাস ও কিছু মল্লযোদ্ধা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ও গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করে। তাঁদের হাতে রান্নার বাসন-পত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি থেকে তৈরি অস্ত্র এবং লুণ্ঠিত কিছু অস্ত্র ছিল যার দ্বারা কোনোমতে প্রত্যাঘাত করে তাঁরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। এর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিতে গিয়ে প্লুটার্ক বলেছেন, বিদ্রোহীরা মূলত থ্রেস, গল কিংবা জার্মানির অধিবাসী ছিল এবং তাদের প্রভুদের হিংস্রতার কারণে বন্দি হয়ে বিনা দোষে সাজা পাচ্ছিল। তিনি আরো বলেছেন যে, যদিও এদের মধ্যে প্রথম দিকে ২০০

জন বন্দিত্ব ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় মাত্র ৭৮ জন পালাতে সক্ষম হয় এবং ভিসুভিয়াস পর্বতের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। ক্রমে তারা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। কোনো এক মল্লযোদ্ধাকে শাস্তি দেওয়ার প্রতিবাদে হঠাৎ এই হিংসার উদ্রেক ঘটে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে। সর্বসম্মতিতেই স্পার্টাকাসকে এই বিদ্রোহের নেতা ঘোষণা করা হয়। বলকান উপদ্বীপে অবস্থিত থ্রেসের অধিবাসী স্পার্টাকাস (Spartacus the Thracian) রোমান সেনার হাতে বন্দি হয়ে রোমে এসেছিলেন এবং মল্লযোদ্ধার প্রশিক্ষণাগারে প্রেরিত হয়েছিলেন। স্পার্টাকাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব কম তথ্য রয়েছে। প্লুটার্ক তাঁকে একজন অসাধারণ বলশালী থ্রেসিয়ান বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি একই সাথে বুদ্ধিমান, দক্ষ ও দয়ালু ছিলেন। স্পার্টাকাস ছাড়াও বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ক্রিক্সাস ও অনোমাস ছিলেন অন্যতম। তবে প্লুটার্ক এঁদের নাম উল্লেখ করেন নি; আর অ্যাপিয়ান এঁদের স্পার্টাকাসের অধীনস্থ সেনা রূপে বর্ণনা করেছেন। রোমানদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষেই অনোমাসের মৃত্যু হয়, কিন্তু ক্রিক্সাস গ্যালিক ও জার্মান বাহিনীর জনপ্রিয় নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। স্পার্টাকাস এঁদের লুঠপাঠ করতে বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা শোনেন নি। প্রথম সিসিলিয়ান দাস বিদ্রোহে কিন্তু এতটা অনৈক্য ছিল না। যাই হোক, যতদূর মনে হয় স্পার্টাকাস কেবল থ্রেসিয়ান দাসবাহিনীকেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সমর্থকরা একরকম তাঁকে বিদ্রোহের জন্য বাধ্য করেছিল। স্পার্টাকাসের আদর্শবাদের তোয়াক্কা না করে জাতীয়তাবাদী প্রতিহিংসাই তখন বড়ো হয়ে উঠেছিল।

৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে মল্লযোদ্ধা ও ক্রীতদাসরা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁর বাহিনীতে ৬০,০০০ থেকে ১২০,০০০ ক্রীতদাস যুদ্ধ করে। স্পার্টাকাসের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল কিনা তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও তাঁর অসাধারণ সামরিক দক্ষতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সম্ভবত তাঁর প্রধান ইচ্ছে ছিল দাসবাহিনীকে প্রথমে আল্পস্ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর থ্রেসিয়ানদের নিজ দেশে ফিরে যেতে সাহায্য করা। এটা তাঁর গতি দেখলেই বোঝা যায়। প্লুটার্কও একই কথা বলেছেন। ক্রিক্সাস কিন্তু এটা চান নি। তিনি ইটালিতেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন। এমনকি স্পার্টাকাসের বাহিনীতে বহু দেশীয় মেষপালক যোগ দিয়েছিল, ইটালি ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাদের কোনো লাভ ছিল না। থ্রেসিয়ান ছাড়াও তাঁর বাহিনীতে অন্যান্য নানা জাতির দাসেরা যোগ দিয়েছিল, তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়নি এবং থ্রেসিয়ানদের দাবি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথাও ছিল না। স্পার্টাকাস চেয়েছিলেন রোম ধ্বংস করে এমন এক স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে যেখানে দাস ব্যবস্থা থাকবে না, কিন্তু এই ধরনের সমাজ সেই সময় অকল্পনীয় ছিল। সেই সময় এমন বহু দাস ছিল যারা নিজেরা দাসত্ব থেকে মুক্তি চাইলেও দাসপ্রথায় তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। সিসিলিয়ান যুদ্ধে যে রোম বিরোধী আবেগের জন্ম হয়েছিল তাকে

আবার জার্মানয়ে ফুরলেও তার অর্থ দাস বিরোধী আন্দোলন ছিল না। কোনো ইতালীয় শহর তাঁকে সমর্থন করেনি, এমনকি সিসিলিয়ান দাস বিদ্রোহের নেতা ইউনাস (সিসিলিয়ান দাস) রোমে যেভাবে দাস বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমন আন্দোলন স্পার্টাকাস সৃষ্টি করতে পারেন নি।

সেনেট প্রথম থেকেই স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। সি. ক্লডিয়াস গ্লাবারকে ৩০০০ সেনাসহ এই বিদ্রোহ দমনে পাঠানো হয়, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এটি রোমান অভিযানের একমাত্র লজ্জাজনক পরাজয় ছিল। তখনও বোঝা যায় নি যে, বিদ্রোহের এত প্রাথমিক পর্যায়ে স্পার্টাকাসের মল্লযোদ্ধার বাহিনীর সমর্থনে ঠিক কতজন দাস যোগ দিয়েছে। প্রিটর পি. ভারিনিয়াস, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (legate) এল. ফুরিয়াস এবং অপর এক প্রতিনিধি (liutanant) এল. কসিনিয়াস প্রত্যেকেই স্পার্টাকাসের সাথে পৃথক পৃথক যুদ্ধে পরাজিত হন। স্পার্টাকাস ক্যাম্পানিয়া, লুকানিয়া এবং সমগ্র দক্ষিণ ইটালি দখল করে নেন। ৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষে তাঁর দাসবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৭০,০০০। পরের বছর থেকে বাহিনীকে ভাগ করে দেওয়া হয়, গল ও জার্মানদের নেতৃত্ব দেন ক্রিক্সাস এবং থ্রেসিয়ানদের নেতৃত্ব দেন স্বয়ং স্পার্টাকাস। ৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনেট এল. গেলিয়াস পাবলিকোলা ও গায়ুস কর্নেলিয়াস লেন্টুলাস ক্লডিয়ানাস নামে দুজন কনসালকে বিদ্রোহ দমনে পাঠায়। রোমান ইতিহাসে দাসদের দমন করতে কনসালদের প্রেরণ করা এই প্রথম। গেলিনাস ও আরিয়াস মাউন্ট গার্গানাসের কাছে আপুলিয়ায় ক্রিক্সাস ও তাঁর গল-জার্মান বাহিনীকে পরাজিত করতে সফল হন, কিন্তু স্পার্টাকাসের হাতে তাঁরা পরাজিত হন। লেন্টুলাসও তাঁর দুই লিজিয়ন সেনাসহ স্পার্টাকাসের হাতে পরাজিত হন। প্রাক্তন কনসাল সি. ক্যাসিয়াস লঙ্গিনাস দশ হাজার সেনাসহ স্পার্টাকাসকে আল্পস্ হয়ে থ্রেসে যাওয়ার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর রোমান সেনাপতি মার্কাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস ব্যর্থ কনসালদের কাছ থেকে নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং রেজিয়ামের চারপাশে অবরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি মামিয়াস দুই লিজিয়ন সেনাসহ স্পার্টাকাসের কাছে পরাজিত হন। দাসনেতা গ্যানিকাস ও ক্যাস্টাস গল এবং জার্মান বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। রোমান সেনার আক্রমণে গ্যানিকাস ও ক্যাস্টাস পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেও স্পার্টাকাস রেজিয়ামের (Rhegium) অবরোধ তুলে দিতে সফল হন।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না, স্পার্টাকাস ব্যর্থ হলেন। ক্রাসাস ও পম্পেই বিদ্রোহের এই দুটি বছরে রোমের সেনা ও সম্মানের যে অভূতপূর্ব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেন। ক্রাসাস ৬,০০০ ক্রীতদাসকে নির্মমভাবে হত্যা করে ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করেন। কাপুয়া থেকে রোম সর্বত্র এদের অ্যাপিয়ান ধাঁচে ক্রুশ কাঠে বিদ্ধ করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের যুগ শেষ হয়। প্লুটার্ক, অ্যাপিয়ান, ফ্লোরাস সকলেই বলেছেন যে, স্পার্টাকাস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং উরুদেশে আঘাত পেয়ে

যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। অ্যাপিয়ান বলেছেন, তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয় তাই তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।" ইউনাসের পরিণতি এতটা নাটকীয় ছিল না, তিনি সিসিলির কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর মারা যান। স্পার্টাকাসের পরাজয়ের সাথে সাথেই সিসিলি ও অন্যান্য দাসবিদ্রোহ চিরকালের মতো শেষ হয়। বড়ো বড়ো জোতের বা ল্যাটিফান্ডিয়ার (latifundia) অবস্থার উন্নতি তার অন্যতম কারণ। কোনো আদর্শের পরাজয় অত্যন্ত বিপদজনক হয়। দাস-দাসীরা আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে গেল। এমন কোনো সমাজ তৈরি করা গেল না যেখানে দাসপ্রথা থাকবে না এবং বিদ্রোহীদের স্বপ্ন আবার দাসত্বের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। স্পার্টাকাসের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি তথ্য পাই না; তাই শহরে দাস ও 'সর্বহারা' শ্রেণির ওপর তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়।

কয়েকটা কারণে স্পার্টাকাস ব্যর্থ হন। মুটিনায় লেন্টুলাসকে পরাজিত করে রোম অভিযানের পরিকল্পনা করলেও শেষ মুহূর্তে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। এর কারণ সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর বাহিনীর হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র নেই এবং বাহিনীর লোকবলও যথেষ্ট নয়। ক্রাসাস ভেবেছিলেন রেজিয়ামের অবরোধ ভেঙে ফেলে স্পার্টাকাস রোম অভিযান করবেন, কিন্তু স্পার্টাকাসের সেরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সিসিলিতে লেক্স রূপিলিয়া (Lex Rupilia) আইন প্রণয়ন করে প্রশাসনের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেও দ্বিতীয় সিসিলিয়ান দাসবিদ্রোহকে আটকানো যায় নি। স্পার্টাকাস কিন্তু সিসিলীয়দের সমর্থন লাভ করতে পারেন নি। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হান্নিবালের পরে স্পার্টাকাসের বিদ্রোহই রোমের কাছে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল।